A booklet under the name and title **'Hamari Talim'** was published by the publication Deptt. of sadar Anjuman-e-Ahmadiyya taking the teachings from the book **'Kishti-e-Nooh'** written by the founder of Ahmadiyya Muslim Jamaat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s). This being the Bengali translation of that booklet.
The translation work of the main book was done by late Mvi. Abdur Rahman Khan Bangalore, B.A, B.L.B.T. Former Ahmadiyya Missionary in America. This was first published in 1938 by the then Bengal Provincial Anjuman-e-Ahmadiyya.
Several editions have already been published and distributed. Present edition is now being published to meet the everincreasing requirement.

Our Teaching

(Selection from KISHTI-E-NOOH)

by

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib Qadiani

Promised Messiah & Imam Mahdi[as]

আমাদের শিক্ষা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) রচিত
'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে সংকলিত

প্রকাশনায়

নাজারাত নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান
ভারত

আমাদের শিক্ষা

প্রকাশক	নাজারাত, নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব
প্রথম সংস্করণ	জুন, ১৯৯১ (ভারত)
বর্তমান সংস্করণ	এপ্রিল, ২০১৬ (ভারত)
সংখ্যা	১০০০
মুদ্রণে	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব

Title	**Our Teaching**
Writer	**Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian** Promised Messiah & Mahdi (as)
Translated into Bengali by:	**Abdur Rahman Khan, B.A, B.L, B.T**
First edition:	**June 1991 (India)**
Second edition:	**2016 (India)**
Copy:	**1000**
Published by:	**Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab**
Printed at:	**Fazle Umar Printing Press, Qadian, Punjab, India**

ভূমিকা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ) এর পুস্তক **'কিশ্‌তিয়ে নূহ্'** হইতে তাঁহার শিক্ষাগুলিকে সংকলন করিয়া যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় বাঁচার সঞ্জীবনী সুধা রূপে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়ার নশর ও এশায়াত বিভাগ উর্দূতে **'হামারী তালিম'** নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য সর্বপ্রথম মূল **'কিশ্‌তিয়ে নূহ্'** পুস্তকটি মরহুম মৌলবী আব্দুর রহমান খাঁ সাহেব B.A B.L B.T কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত। যিনি আহমদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে আমেরিকার মুসলিম মিশনারী ইনচার্জ হিসাবে দীর্ঘকাল কার্য করিয়াছেন। পুস্তকটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা কর্তৃক ১৯৩৮ সনে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য উক্ত পুস্তকের ভাবানুবাদ করেন মরহুম মৌলবী আব্দুল হাফিজ সাহেব, যাহা ১৯৫৫ সনে আঞ্জুমানে আহমদীয়া ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আইঃ) এর নির্দেশক্রমে পুস্তিকাটির নব সংস্করণ যাহা মূল উর্দূ পুস্তিকাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বাংলা ভাষায় **'আমাদের শিক্ষা'** নামে ভারত থেকে প্রকাশিত হইতেছে, আল্লাহতা'লা এই অমূল্য শিক্ষাবলীর সংকলনকে মানব হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সহায়ক হউন। (আমীন)।

ওয়াস্‌সালাম
হাফেয মাখদুম শরীফ
নাযের, নশর ও এশায়াত কাদিয়ান, ভারত

সূচীপত্র

১।	জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করিও না	7
২।	যাহারা পবিত্র কুরআনকে সম্মান করিবে তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে	8
৩।	হে আমার জামাতভুক্ত ব্যক্তিগণ	10
৪।	আঁ হযরত (সাঃ) খাতামাল আম্বিয়া	11
৫।	কে আমার জামাতের অন্তর্ভূক্ত এবং কে নহে?	12
৬।	আমাদের খোদা প্রবল পরাক্রমের অধিকারী	14
৭।	খোদা আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল স্তম্ভ	15
৮।	সাবধান! অন্যান্য জাতির কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করিও না	16
৯।	ওহীর দরজা এখনও খোলা আছে	19
১০।	কুরআন মজীদের উচ্চ মর্যাদা	20
১১।	সুন্নত	22
১২।	হাদীসের মর্যাদা-কুরআন ও সুন্নতের অনুগামীর	23
১৩।	ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদীসসমূহ পরীক্ষা করিবার প্রণালী	24
১৪।	পাপ হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় পূর্ণ বিশ্বাস	26
১৫।	কাহিনীতে সন্তুষ্ট হইও না	28
১৬।	পবিত্র হইবার উপায় সেই নামায যাহা দীনতার সহিত পালন করা হয়	29
১৭।	হে আমীর, বাদশাহ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ!	29
১৮।	হে মুসলিম আলেমগণ!	31
১৯।	দেশের গদ্দীনশীন এবং পীরযাদাগণ!	32
২০।	হে বন্ধুগণ! এখন ধর্মের সেবার যুগ	33

بسم الله الرحمن الرحيم

আমাদের শিক্ষা

জানা উচিত যে, কেবল মৌখিক বয়আতের (দীক্ষা গ্রহণের) কোন মূল্য নাই, যে পর্যন্ত না মানব সর্বান্তঃকরণে তন্নিহিত শিক্ষাকে কার্যে পরিণত করে। অতএব যে ব্যক্তি আমার শিক্ষা অনুসারে পূর্ণ ভাবে কার্য করে, সে আমার সেই গৃহে প্রবেশ লাভ করে, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা ওয়াদা করিয়াছেন যে, "তোমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যাহারা বাস করে, আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিব।" এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, যে সকল লোক আমার এই ইঁট মাটির গৃহের মধ্যে বাস করে, মাত্র তাহারাই আমার গৃহের অন্তর্ভূক্ত, বরং যে সকল ব্যক্তি আমার শিক্ষার পূর্ণ অনুসরণ করে তাহারাও আমার আধ্যাত্মিক গৃহের অন্তর্ভূক্ত। আমার অনুসরণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সর্ব প্রথমে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমাদের এক কাদের (সর্ব শক্তিমান) কাইউম (চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকারী) এবং খালেক-উল-কুল (সর্বশ্রেষ্ঠ) খোদা আছেন যাঁহার গুণাবলী অনাদী, অনন্ত এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি কাহারও পুত্র নহেন এবং কেহ তাঁহার পুত্র নহে। দুঃখ, বেদনা, ক্রুশের যন্ত্রণা এবং মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করতে পারে না, তিনি এরূপ এক সত্তা যে, দূরে থাকিয়াও তিনি নিকটে এবং নিকটে থাকিয়াও দূরে। তিনি এক হইলেও তাঁহার জ্যোতির বিকাশ বিভিন্ন। মানুষ যখন নিজের মধ্যে এক অভিনব পরিবর্তন আনয়ন করে, তখন তিনিও তাহার জন্য এক নূতন খোদা হয়ে যান এবং নূতন রূপে তিনি তাহার সঙ্গে ব্যবহার করেন। মানুষ নিজে আত্মার সংশোধনের পরিমাণ অনুসারে খোদাতা'লার মধ্যে এক পরিবর্তন দেখিতে পায় কিন্তু এমন নহে যে, খোদার মধ্যে পরিবর্তন হয়, বরং তিনি অনাদী কাল হইতে অপরিবর্তনীয় এবং পরম ও চরম গুণের অধিকারী। কিন্তু মানুষ নিজ জীবনের পরিবর্তন আনয়নকালে যখন সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয় তখন খোদাও তাহার উপর এক নূতন জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়। মানুষের প্রত্যেক উন্নতিপ্রাপ্ত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে খোদাতা'লার শক্তি ও জ্যোতি তাহার নিকট নূতন ও উন্নততর আকারে বিকশিত হয়। যেখানে অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়, সেখানে তিনিও তাহার অসাধারণ নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন। মো'জেযা বা অলৌকিক লীলার মূল ইহাই।

এরূপ খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই আমার সিলসিলার শর্ত। এই খোদারই উপর তোমরা বিশ্বাস কর এবং নিজ প্রাণ ও আরাম এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের উপর খোদাকে প্রাধান্য দাও এবং কার্যতঃ বীরত্বের সহিত

তাঁহার পথে সরলতা ও বিশ্বস্ততার সহিত অগ্রসর হও। জগদ্বাসী তাহাদের সম্পদ এবং বন্ধুবান্ধবদের উপর খোদাকে স্থান দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে সকলের উপরে স্থান দাও। তাহা হইলে স্বর্গে তোমরা তাঁহার মণ্ডলীভূক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। দয়ার নিদর্শন দেখান আদিকাল হইতে খোদার এক চিরন্তন রীতি বটে, কিন্তু এই চিরন্তন রীতি দ্বারা উপকৃত হইতে হইলে তাঁহার এবং তোমাদের মধ্যে সকল ব্যবধান লোপ করিতে হইবে। তাঁহারই সন্তুষ্টিকে তোমাদের সন্তুষ্টি এবং তাঁহারই ইচ্ছাকে তোমাদের ইচ্ছাতে পরিণত করিতে হইবে। সকল সময়ে এবং সফলতা ও বিফলতার সকল অবস্থায় তোমাদের মস্তক তাঁহার দ্বারে অবনত রাখিতে হইবে, যেন তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তোমরা এরূপ করিলে তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহ পুনরায় প্রকাশিত হইবেন, যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ জগৎ হইতে নিজেকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। কে আছে, যে এই উপদেশ অনুসারে কার্য করিতে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিতে এবং তাঁহার মীমাংসায় দ্বিরুক্তি না করিতে প্রস্তুত?

অতএব বিপদ দেখিলে তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হইবে এবং নিশ্চয় জানিবে যে, ইহাই তোমাদের উন্নতির পন্থা। তাঁহার একত্ব জগতে প্রচার করিতে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া কর এবং তাহাদের প্রতি নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে উৎপীড়ন করিও না এবং সর্বদা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে তৎপর থাক। কাহারও প্রতি, সে তোমার অধীন হইলেও, অহংকার দেখাইও না এবং কেহ গালি দিলেও তুমি তাহাকে গালি দিও না। নম্র, ধৈর্যশীল, সাধু এবং জীবের প্রতি দয়াশীল হও, যেন খোদাতা'লার নিকট তোমরা গ্রহণীয় হইতে পার। অনেক ব্যক্তি এরূপ আছে, যাহারা বাহ্যতঃ ধৈর্যশীল; কিন্তু অভ্যন্তরে ব্যঘ্র স্বভাব বিশিষ্ট। অনেকে এরকম আছে যাহারা বাহ্যতঃ সুশীল, কিন্তু অভ্যন্তরে অতি কুটিল। তোমরা কখনই তাঁহার নিকট গ্রহণীয় হইবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহির এবং অভ্যন্তরীন অবস্থা এক না হয়। বড় হইলে ছোটকে লাঞ্ছনা দিবে না, বরং তাহার প্রতি সর্বদা দয়া করিবে। যদি বিদ্বান হও, তবে বিদ্যাহীণকে নিজের বিদ্যার অহংকারে অবমাননা না করিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবে। যদি ধনী হও, তবে আত্মাভিমানে দরিদ্রের উপর গর্ব না করিয়া তাহাদের সেবা করিবে। ধ্বংসের পথ হইতে সাবধান থাকিবে। আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্ট জীবের পূজা করিবে না। সকল কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল আপন প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হইতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং কেবল তাঁহারই প্রেমে বিভোর থাক। মাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে জীবন যাপন কর এবং তাঁহার জন্য সকল প্রকার পাপ এবং অপবিত্রতাকে ঘৃণা কর, কারণ তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন

সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি রাত্রিকাল তাক্ওয়ার সহিত কাটাইয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সহিত দিবস যাপন করিয়াছ।

জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করিও না

জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করিও না; কারণ উহা দেখিতে দেখিতে ধুম্রের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। উহা কখনও দিবাকে রাত্রি করিতে পারে না। বরং তোমরা আল্লাহর অভিসম্পাতকে ভয় কর, যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহার উপর উহা নিপতিত হয়, তাহার ইহকাল ও পরকালকে সমূলে বিনষ্ট করে। তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ যিনি তোমাদের খোদা তিনি মানব হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন। তোমরা কি তাঁহাকে প্রতারণা করিতে পার? সুতরাং তোমরা পরিষ্কার, সরল, পবিত্র এবং নির্মল হইয়া যাও। যদি তোমাদের মধ্যে অন্ধকারের কণা মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে নষ্ট করিয়া দিবে। যদি তোমাদের হৃদয়ের কোন অংশে অহংকার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তবে তোমরা আদৌ তাঁহার গ্রহণযোগ্য হইবে না। দেখ, তোমরা মাত্র কয়েকটি কথা শিখিয়া যেন আত্ম প্রতারণা না কর যে তোমরা তোমাদের কর্তব্য সাধন করিয়াছ। আল্লাহতা'লা চাহেন, যেন তোমাদের জীবনে আমুল পরিবর্তন আসে। তিনি তোমাদের নিকট হইতে এক মৃত্যু চাহেন। ইহার পর তিনি তোমাদিগকে এক নূতন জীবন দান করিবেন। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে। তোমরা নিজ নিজ রিপুর বশবর্তীতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর এবং সত্যবাদী হইয়া মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও, যেন তোমরা ক্ষমার অধিকারী হইতে পার। তোমরা রিপুর স্থূলতা বর্জন কর। কারণ যে দ্বার দিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে, সে দ্বার দিয়া কোন স্থূল রিপু ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর মুখনিঃসৃত বাণী যাহা আমার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, মানিতে প্রস্তুত নহে। তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহতা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন, তবে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইদের মত হইয়া যাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মহৎ যে নিজের ভ্রাতার অপরাধ অধিক ক্ষমা করে, এবং বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে। তেমন

ব্যক্তির সহিত আমার কোন সংস্রব নাই। খোদাতা'লার অভিশাপ হইতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও। কারণ, তিনি অতি পবিত্র এবং আত্ম মর্যাদাভিমানী। পাপাচারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। অহংকারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। অত্যাচারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। যাহারা কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত সংসারাসক্ত এবং সংসার সম্ভোগে নিমগ্ন, তাহারা কখনও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তাঁহা হইতে দূরে। প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁহার জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাহাকে অগ্নি হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। যে তাঁহার জন্য কাঁদে, সে অবশ্যই হাঁসিবে। যে ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে সংসার বর্জন করে, সে নিশ্চয় তাঁকে লাভ করিবে। তোমরা আন্তরিকতা পূর্ণ সরলতা এবং উৎসাহের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিতে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনিও তোমাদের বন্ধু হইবেন। তোমরা নিজ অধিনস্ত ব্যক্তিদের প্রতি তোমাদের স্ত্রী, পরিজন এবং গরীব ভাইদের প্রতি দয়া কর, যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া করেন। তোমরা যথার্থই তাঁহার হইয়া যাও যেন তিনিও তোমাদের হইয়া যান। জগৎ বহু বিপদের স্থান। অতএব তোমরা একনিষ্ঠার সহিত আল্লাহর দিকে ধাবমান হও, যেন তিনি এই বিপদ রাশি হইতে তোমাদিগকে দূরে রাখেন। জগতে কোন বিপদ দেখা দেয় না যে পর্যন্ত আকাশে তদ্বিষয়ে আদেশ না হয় এবং কোন বিপদ জগৎ হইতে দূর হয় না, যে পর্যন্ত আকাশ হইতে তাঁহার দয়া বর্ষণ না হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইহাই যে, তোমরা শাখাকে অবলম্বন না করিয়া মূলকে ধর। তোমাদের জন্য ঔষধ এবং উপকরণের ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু উহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কারণ পরিশেষে অবশ্য উহাই ঘটিবে, যাহা তিনি ইচ্ছা করেন। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরের শক্তি রাখে, তবে তদ্রূপ নির্ভরতার স্থান সর্বোচ্চ, সন্দেহ নাই।

যাহারা পবিত্র কোরআনকে সম্মান করিবে, তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে

তোমাদের প্রতি আর এক অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, কোরআন শরীফকে এক অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের মত পরিত্যাগ করিও না। কারণ কোরআনেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে। যাহারা কোরআনকে সম্মান করিবে, তাহারা আকাশেও সম্মান লাভ করিবে। যাহারা সকল হাদীস [রসুল (সাঃ) সম্পর্কে রাবীদের বর্ণনা সমূহ]-এর উপর কোরআনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে,

তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইবে। মানব জাতির জন্য জগতে আজ কোরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম শাস্ত্র নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মহম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসুল এবং শাফী (যোজক) নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেম সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার।

স্মরণ রাখিও যে, প্রকৃত মুক্তি কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশিত হয়, এরূপ নহে! বরং প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে ? সেই যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সত্য এবং মহম্মদ (সাঃ) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাঁহার সমমর্যাদা-বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কোরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতা'লা জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন। তাঁহাকে জীবিত রাখিবার জন্য খোদাতা'লা তাঁহার শরিয়ত (ধর্মবিধি) এবং তাঁহার রুহানিয়াতকে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণবর্ষী করিয়াছেন। অবশেষে আল্লাহতা'লা এ যুগে তাঁহারই আধ্যাত্মিকতার প্রসাদে এই প্রতিশ্রুত মসীহকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহার আগমন ইসলামের প্রাসাদটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল। কারণ ইহজগতের মেয়াদ অবসান হইবার পূর্বে হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর ধর্মে একজন আধ্যাত্মিক মসীহর আবির্ভাব হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল, যেমন ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আঃ) এর ধর্মে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কোরআন শরীফের এই আয়াত

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ

এই তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে। (সূরা ফাতেহা)

হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিত্যক্ত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং হযরত মহম্মদ (সাঃ) সেই ধনের অধিকারী হইয়াছেন, যাহা হযরত মূসা (আঃ) এর অনুরাগীগণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তদনুযায়ী বর্তমানে হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর ধর্মই হযরত মূসা (আঃ) এর ধর্মের স্থলাভিষিক্ত বটে; কিন্তু মহিমায় সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। কিন্তু যেমন হযরত মূসা (আঃ) এর স্থলাভিষিক্ত নবী (সাঃ) হযরত মূসা (আঃ) হইতে উচ্চতর মর্যাদা বিশিষ্ট, তেমনি হযরত ইবনে মরিয়ম (আঃ) এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মর্যাদাও হযরত ইবনে মরিয়ম (আঃ) হইতে উচ্চতর। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মহম্মদ (সাঃ)

এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, যেমন তাঁহার পূর্ববর্তী হযরত মসীহ ইবনে মরিয়ম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সাদৃশ্য কেবল কালের দিক দিয়াই নহে বরং প্রতিশ্রুত মসীহ বর্তমানে এমন সময় আবির্ভূত হইয়াছেন, যখন মুসলমান জাতির অবস্থা হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমনকালীন ইহুদীদের অবস্থা সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ আমি।

অতএব যে ব্যক্তি আমার নিকট খাঁটিভাবে বয়আত করে এবং সরল হৃদয়ে আমার অনুসরণ করে এবং আমার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া নিজের সকল ইচ্ছাকে পরিহার করে, তাহার জন্য এই বিপদের দিনে আমার আত্মা আল্লাহতা'লার নিকট অবশ্য শাফায়াত (মুক্তি প্রার্থনা) করিবে।

হে আমার জামাতভুক্ত ব্যক্তিগণ

অতএব যাহারা আমার শিষ্যমণ্ডলী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক, একথা নিশ্চয় জানিও যে, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার শিষ্যমণ্ডলী বলিয়া পরিগণিত হইবে, যখন তোমরা সত্য সত্যই ধর্মনিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচবারের নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে পড়িবে, যেন তোমরা আল্লাহতা'লাকে সাক্ষাতভাবে দেখতে চাও। তোমাদের রোযাও নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত, তাহারা অবশ্যই যাকাত দিবে। যাহাদের জন্য হজ্জ অবশ্য কর্তব্য এবং ইহা পালনের কোন বাধা নাই, তাহারা অবশ্য হজ্জ করিবে এবং সকল পুণ্য কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে এবং পাপকে ঘৃণার সহিত পরিহার করিবে। একথা নিশ্চয় জানিবে যে, কোন ধর্ম আল্লাহর নিকট গৃহীত হইবে না যাহাতে প্রকৃত তাক্বওয়া নাই। এই তাক্বওয়াই সকল পুণ্যের মূল। যে কর্মে এই মূল ধ্বংস হয় না, সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হইবে না। ইহা নিশ্চয় যে, পূর্ববর্তী বিশ্বাসীদিগের মত তোমাদিগকে নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের পরীক্ষা দিতে হইবে। অতএব সতর্ক রহিও, যেন তোমাদের পদস্খলন না হয়। যদি আল্লাহর সহিত তোমাদের দৃঢ় সম্বন্ধ থাকে তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমাদের ক্ষতি তোমাদের হাত দ্বারা সাধিত হইতে পারে। শত্রুর হস্ত দ্বারা নহে। তোমাদের সমস্ত পার্থিব সম্মান যদি ধ্বংস হয়, তবে আল্লাহতা'লা তোমাদিগকে স্বর্গে এক অক্ষয় সম্মান দিবেন। অতএব তোমরা কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদিগকে দুঃখ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের অনেক আশা অপূর্ণ রহিবে। কিন্তু তোমরা

তাহাতে দুঃখিত হইও না। কারণ তোমাদের খোদা দেখিতে চাহেন যে, তোমরা তাঁহার পথে দৃঢ় সঙ্কল্প কি না ? তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রসংশা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে। কু-বাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহতা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্য কর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে। তোমাদের মধ্যে যে কর্মে শিথিল হইয়া পড়িবে, তাহাকে ঘৃণিত দ্রব্যের মত মণ্ডলী হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আক্ষেপের সহিত তাহার জীবনের অবসান ঘটিবে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহতা'লার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। প্রণিধান কর, আমি অতি আনন্দের সহিত তোমাদিগকে এই সংবাদ দিতেছি যে, তোমাদের আল্লাহ এক বাস্তব অস্তিত্ব। যদিও সকলে তাহারই সৃষ্টি, তবুও তিনি সেই ব্যক্তিকেই মনোনীত করিয়া থাকেন, যে তাহাকে মনোনীত করে। যে ব্যক্তি তাহার অন্বেষী, তিনি তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি তাঁহার দিকে যায়, তিনি তাহার নিকটে আসেন। যে তাঁহাকে প্রকৃত সম্মান করে, তিনিও তাহাকে সম্মান প্রদান করেন। তোমরা নিজ মন সরল করিয়া এবং জিহ্বা, চক্ষু এবং কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

আঁ হযরত (সাঃ) খাতামাল আম্বিয়া

ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতা'লা তোমাদের নিকট ইহাই চাহেন যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ এক, এবং মহম্মদ (সাঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামাল আম্বিয়া (নবীদিগের মোহর)। তিনি সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার পরে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া, তাঁহার প্রতিচ্ছায়ারূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসিবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হইতে কখনও পৃথক নহে।

তোমরা নিশ্চয় জানিও, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)এর মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং কাশ্মির প্রদেশের শ্রীনগর শহরে খানইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। খোদাতা'লা তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ কোরআন শরীফে হযরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন। আমি হযরত ঈসা (আঃ) এর উচ্চ মর্যাদা অস্বীকার করি না। যদিও খোদাতা'লা আমাকে বলিয়াছেন যে, মহম্মদী মসীহ মূসায়ী মসীহ হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ, তবু আমি হযরত ঈসা (আঃ) কে অতিশয় সম্মান করি। কেননা, আমি যেরূপ ইসলামের খাতামাল খোলাফা, তেমনই

হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদী ধর্মের খাতামাল খোলাফা ছিলেন। যেমন হযরত ঈসা (আঃ) মূসা (আঃ) এর উম্মতের প্রতিশ্রুত মসীহ ছিলেন, তেমনই আমি মহম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের মসীহ মাওউদ। আমি হযরত ঈসা (আঃ) এর নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আমি তাঁহার সম্মান করি। যে ব্যক্তি বলে যে, আমি তাঁহার সম্মান করি না সে নিশ্চয় অতি পাপিষ্ঠ এবং মিথ্যাবাদী।

কে আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত এবং কে নহে ?

অতঃপর আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতে চাই যে, বাহ্যিক বয়আত করিয়া তোমাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে, এইরূপ চিন্তাকে কখনও মনে স্থান দিও না। বাহ্যিকতার কোন মূল্য নাই। আল্লাহতা'লা তোমাদের হৃদয় দেখিয়া থাকেন এবং তদনুসারে তোমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। দেখ, তোমাদিগকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমি আমার শিক্ষা দানের এই কর্তব্য সমাপন করিতেছি যে, পাপ বিষ বিশেষ, তাহা কখনও পান করিবে না। আল্লাহতা'লার অবাধ্যতা এক অপমৃত্যু বিশেষ, তাহা হইতে দূরে থাক। সর্বদা দোয়ায় ব্যাপৃত থাক, যেন তোমরা শক্তি লাভ করিতে পার। যে ব্যক্তি দোয়া করিবার সময় খোদাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি বহির্ভূত বিষয় ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান মনে না করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রতারণা পরিত্যাগ না করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ এবং পরকালের দিকে একবারও চক্ষু তুলিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি যথার্থই ধর্মকে সংসার অপেক্ষা অধিক প্রিয় না জানে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ এবং কু-অভ্যাস হইতে, যথা মদ্যপান, জুয়াখেলা, লোলুপদৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ গ্রহণ এবং তদ্রুপ অন্যায়াচরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত না হয় এবং তওবা না করে,সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার নিষ্ঠার সহিত নামায পড়ে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সহিত খোদার স্মরণে মগ্ন থাকে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অনিষ্টকারী কু-সঙ্গ পরিত্যাগ করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সম্মান করে না, এবং সাধারণ বিষয়ে, যাহা কোরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়, তাহাদের আদেশ পালন করে না এবং তাহাদের আদিষ্ট সেবা সম্বন্ধে অবহেলা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত নম্রতা এবং ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর সহিত সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নহে, সে

আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে, এবং বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে স্বামী স্ত্রীর সহিত এবং যে স্ত্রী স্বামীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার সহিত বয়আতের অঙ্গীকারকে কোন অংশে ভঙ্গ করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং মাহদী বলিয়া বিশ্বাস করে না,সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ভালো কার্যে আমার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধবাদীদের দলে বসে এবং তাহাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। সকল ব্যাভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়ারি, বিশ্বাসঘাতক, উৎকোচ (ঘুষ) গ্রহণকারী, শঠ, অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী, জালিয়াত এবং উহাদের সঙ্গী, যাহারা নিজেদের ভ্রাতা এবং ভগ্নীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ লাগাইয়া থাকে এবং নিজেদের কু-কর্ম হইতে তওবা করে না এবং কু-সঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তাহারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে।

এই সকল কার্য বিষ বিশেষ। ইহা পান করিয়া তোমাদের জীবিত থাকা কখনও সম্ভব নহে। অন্ধকার এবং আলো কখনও একত্রে থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তির মন কুটিলতাময় এবং যে খোদার সহিত নিজ সম্বন্ধ পরিষ্কার করে না, সে কখনও সেই আশিসের অধিকারী হইতে পারে না, যাহা সরল হৃদয় ব্যক্তিদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। কত সৌভাগ্যশালী সেই সকল ব্যক্তি, যাঁহারা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেন, এবং আপন প্রভুর (খোদার) সহিত সর্বদা বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। তাঁহারা কখনও বিনষ্ট হইবে না। খোদা কখনও তাহাদিগকে তিরস্কৃত করিবেন না। কারণ তাঁহারা খোদার, এবং খোদা তাঁহাদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা হইবে। তাঁহাদের প্রতি যে শত্রু আক্রমণ করে, সে নিতান্তই নির্বোধ। কারণ, তাঁহারা খোদাতা'লার ক্রোড়ে উপবিষ্ট আছেন এবং খোদাতা'লা তাঁহাদের সহায় আছেন। ইহারাই খোদাকে বিশ্বাস করিয়াছেন। সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত, কারণ সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন, বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।

আমাদের খোদা প্রবল পরাক্রমের অধিকারী

সেই খোদা অতীব বিশ্বস্ত খোদা এবং তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন । জগৎ তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে চায় এবং শত্রুগণ দন্তপেষণ করে কিন্তু খোদা, যিনি তাঁহাদের বন্ধু, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করেন। কি সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যে এরূপ খোদার আঁচল কখনও ছাড়ে না। আমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস আনিয়াছি। আমরা তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি।

সেই খোদাই সর্ব জগতের অধীশ্বর, যিনি আমার প্রতি ঐশী বাণী অবতীর্ণ করিয়াছেন, আমার স্বপক্ষে মহা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আমাকে এই যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ করিয়া প্রেরিত করিয়াছেন। আকাশে বা পৃথিবীতে তিনি ছাড়া অন্য কোন খোদা নাই। যে ব্যক্তি তাঁহার উপর বিশ্বাস না আনে, সে বড়ই হতভাগ্য এবং অভিশপ্ত। আমি খোদার নিকট হইতে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ঐশী বাণী প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি যে, তিনি সমস্ত জগতের খোদা এবং তিনি ভিন্ন অন্য কোন খোদা নাই। কেমন সর্বশক্তিমান এবং চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকারী সেই খোদা, যাঁহাকে আমি লাভ করিয়াছি। কি মহাশক্তি ও নৈপুণ্যের অধিকারী সেই খোদা, যাঁহাকে আমি দর্শন করিয়াছি। সত্য ইহাই যে, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। কেবল উহাই তিনি করেন না, যাহা তাঁহার প্রদত্ত গ্রন্থ এবং প্রতিশ্রুতির বিরোধী। অতএব তোমরা দোয়া করিবার সময় সেই অজ্ঞ "নেচারী" বা নাস্তিকদের মত হইও না, যাহারা নিজ কল্পনার দ্বারা এমন কতগুলি নিয়ম তৈরি করিয়া রাখিয়াছে যেগুলির সম্বন্ধে খোদাতা'লার গ্রন্থে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। নেচারীগণ অভিশপ্ত, তাহাদের প্রার্থনা কখনও গৃহীত হয় না। তাহারা অন্ধ, চক্ষুষ্মান নহে। তাহারা না মৃত, না জীবিত। তাহারা খোদার সম্মুখে স্বরচিত নিয়ম উপস্থিত করে, তাঁহার অসীম শক্তিকে সীমাবদ্ধ দেখে এবং তাঁহাকে দুর্বল মনে করে। তাহাদের সহিত তাহাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু তুমি যখন দোয়া করার জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তোমাকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তোমার খোদা সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করিলেই তোমার প্রার্থনা গৃহীত হইবে এবং তুমি খোদাতা'লার মহা শক্তির বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দর্শন করিবে, যেরূপ আমি দর্শন করিয়াছি। আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি, কাহিনী স্বরূপ নয়। সেই ব্যক্তির প্রার্থনা কিরূপে গৃহীত হতে পারে যে

ব্যক্তি খোদাকে সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান জ্ঞান করে না। মহাবিপদের সময় সেই ব্যক্তির প্রার্থনা করিবার সাহসই বা কিরূপে হইতে পারে, যে ব্যক্তি প্রার্থনা দ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করাকে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ মনে করে ?

কিন্তু হে সৎ হৃদয় ব্যক্তিগণ! তোমরা কখনও এরূপ করিও না। তোমাদের খোদা এরূপ অদ্বিতীয় খোদা যিনি আকাশে অগণিত তারকারাজি স্তম্ভ ব্যতিরেকেই ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, যিনি পৃথিবীকে ও আকাশকে নিঃসত্তা অবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি কি মনে কর যে, তিনি তোমার কার্যসাধন করিতে অক্ষম হইবেন ? কখনও নহে, বরং তোমার অবিশ্বাসই তোমাকে বঞ্চিত রাখিবে।

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। কিন্তু মাত্র সেই ব্যক্তিই তাঁহার আশ্চর্য লীলা দর্শন করিতে পারে যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁহার একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নহে, তাহাকে তিনি তাঁহার আশ্চর্য লীলাসমূহ প্রদর্শন করে না।

কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না যে, তাহার এরূপ এক খোদা আছেন, যিনি সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহাকে সকল সৌন্দর্যের অধিকারী পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তিও সমর্থন ব্যয় করিতে হয়, তবু ইহা করা উচিত।

হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস, ইহা তোমাদিগকে বাঁচাইবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব ? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে বন্দরে ঘোষণা করিব, ‘ইনি তোমাদের খোদা’ এবং কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয় ?

খোদা আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল স্তম্ভ

তোমরা যদি খোদার নিকট আত্ম সমর্পণ কর, তবে নিশ্চয় জানিও যে, খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রাভিভূত থাকিবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকিবেন। তোমরা শত্রু হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু খোদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তোমরা এখনও অবগত নহ যে, তোমাদের খোদা কত শক্তিশালী! যদি তোমরা অবগত

থাকিতে, তবে দিনেকের তরেও এই সংসারের জন্য চিন্তিত হইতে না। যে ব্যক্তির নিকট ধনের আকর রহিয়াছে, সে কি কখনও একটি পয়সা নষ্ট হইলে তজ্জন্য বিলাপ বা চীৎকার করিয়া মরে ? সুতরাং তোমরা যদি এই ধনভান্ডার সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিতে যে, খোদা তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় কাজে আসিবেন, তবে সংসারের জন্য তোমরা এরূপ আত্মহারা হইতে না। খোদা এক প্রিয় সম্পদ, তোমরা তাঁহার সমাদর কর। প্রত্যেক পদে পদে তিনিই তোমাদের সহায়ক। তিনি ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই নহ এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ এবং তদবিরও কিছুই নহে। অন্যান্য জাতির অনুকরণ করিওনা, যাহারা সম্পূর্ণ রূপে পার্থিব উপকরণের উপর নির্ভরশীল এবং সর্প যেরূপ মৃত্তিকা ভক্ষণ করে, তাহারাও তদ্রূপ হেয় পার্থিব উপকরণের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে। শকুন ও কুকুর যেরূপ শব ভক্ষণ করিতে ব্যস্ত, তাহারাও তদ্রূপ শব ভক্ষণে ব্যস্ত। তাহারা খোদা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা মানবের পূজা করিয়াছে, শুকর ভক্ষণ করিয়াছে, সুরা জলবৎ পান করিয়াছে ও অত্যধিক পরিমাণে পার্থিব সম্পদে সম্মোহিত হওয়ায় এবং খোদার নিকট হইতে শক্তি প্রার্থনা না করায়, তাহাদের (আধ্যাত্মিক) মৃত্যু ঘটিয়াছে। আধ্যাত্মিকতা তাহাদের হৃদয়মন্দিরকে এমন ভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে, যেমন কপোত তাহার পুরাতন নীড়কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং সংসার পূজার কুষ্ঠ রোগ তাহাদের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিয়াছে। অতএব তোমরা উক্ত কুষ্ঠ ব্যধিকে ভয় কর।

আমি তোমাদিগকে সীমার ভিতরে থাকিয়া উপকরণ বা উপায়াবলম্বন করিতে নিষেধ করি না, কিন্তু যে খোদা উপকরণ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে ভুলিয়া অন্যান্য জাতির অনুকরণে শুধু পার্থিব উপকরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে আমি তোমাদের নিষেধ করি। তোমাদের যদি চক্ষু থাকে তবে দেখিতে পাইবে যে, একমাত্র খোদা ভিন্ন অবশিষ্ট সকল কিছুই তুচ্ছ। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তকে না প্রসারিত করিতে পার, না গুটাইতে পার। কোন আধ্যাত্মিক মৃত ব্যক্তি ইহা শুনিয়া হয়ত বিদ্রূপ করিবে। কিন্তু হায় ! তাহার পক্ষে বিদ্রূপ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ছিল।

সাবধান! অন্যান্য জাতির কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করিও না

সাবধান! তোমরা অন্যান্য জাতির ধন ও ঐশ্বর্য দেখিয়া তাহাদের কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করিও না এবং তাহাদের পার্থিব উন্নতি দেখিয়া

প্রলুব্ধ হইয়া তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতে যাইও না। শ্রবণ কর এবং স্মরণ রাখ, যাহারা তোমাদিগকে পার্থিব সম্পদের দিকে প্রলুব্ধ করিতেছে, তাহারা খোদার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাহাদের খোদা এক দুর্বল মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই জন্য তাহারা অবহেলিত এবং পরিত্যক্ত।

আমি তোমাদিগকে উপার্জন এবং শিল্পকার্য করিতে নিষেধ করি না ; কিন্তু তোমরা ঐ সকল লোকের অনুগামী হইও না, যাহারা এই সংসারকেই সব কিছু মনে করিয়াছে। সাংসারিক বা পারত্রিক সকল কার্যেই খোদা হইতে ক্রমাগত শক্তি ও সুযোগ প্রার্থনা করিতে থাকা তোমাদের উচিৎ ; কিন্তু তাহা কেবল শুষ্ক ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত করিয়া নহে, বরং প্রার্থনার সঙ্গে সত্য সত্যই যেন এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, প্রত্যেক আশিস স্বর্গ হইতেই অবতীর্ণ হয়।

তোমরা প্রকৃত ধার্মিক তখনই হইবে, যখন প্রত্যেক কার্যে এবং বিপদে কোন তদবীর করার পূর্বে আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া খোদার দরগাহে প্রণত হইয়া বলিবে, 'হে প্রভু! আমি বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা কর।' এরূপ করিলে রুহুল কুদ্দুস (পবিত্রাত্মা) তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং গায়েব (অদৃশ্য) হইতে তোমাদের জন্য উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিবেন। আপন আত্মার প্রতি সদয় হও এবং যাহারা খোদার সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বতোভাবে পার্থিব সম্পদ বা উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছে, এমন কি কার্যারম্ভের পূর্বে খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া 'ইনশাআল্লাহ' বাক্য টুকুও উচ্চারণ করে না, তাহাদের অনুগামী হইও না। খোদা তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রদান করুন যেন তোমরা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পার যে, খোদাই তোমাদের সকল তদবীরের (প্রচেষ্টা) কড়িকাঠ স্বরূপ। যদি কড়িকাঠ ভূতলে পড়িয়া যায়, তবে বর্গাগুলি কি ছাদে অবস্থান করিতে পারে? কখনও নহে, বরং উহা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে অনেকের প্রাণহানী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তদ্রূপ খোদার সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদের তদবীরও কিছুতেই টিকিতে পারে না। যদি তোমরা তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা না কর এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তিও ক্ষমতা ভিক্ষা করাকে স্বীয় জীবনের এক মূল নীতি জ্ঞান না কর, তবে তোমরা কোন সফলতাই লাভ করিতে পারিবে না এবং পরিশেষে বড়ই আক্ষেপের সহিত তোমাদিগকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে।

কখনও একথা মনে স্থান দিও না যে, অন্যান্য জাতি কেমন করিয়া কৃতকার্য হইতেছে? তাহারা তো 'কামেল' (সর্ব গুণ সম্পন্ন) এবং 'কাদের' (সর্ব শক্তিমান) খোদার বিষয় কিছুই অবগত নহে। ইহার উত্তর এই যে, তারা খোদাকে পরিত্যাগ করায় এক পরীক্ষায় পতিত হইয়াছে। খোদাতা'লার পরীক্ষা

কখনও কখনও এরূপ হয় যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব সুখ সম্ভোগে মত্ত হয় এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হয় তাহার জন্য তিনি পার্থিব উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন কিন্তু ধর্মের দিক দিয়া সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া যায় এবং পরিশেষে পার্থিব দুশ্চিন্তাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে এবং সে চিরস্থায়ী নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু শেষোক্ত পরীক্ষা প্রথমোক্ত পরীক্ষার মত ভয়ঙ্কর নহে। কেননা প্রথমোক্ত পরীক্ষায় নিপতিত ব্যক্তি অধিকতর গর্বিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই লোকই অভিশপ্ত প্রকৃত সুখের উৎস খোদা। অতএব এই সকল ব্যক্তি সেই 'হাইউন' (নিজে চিরঞ্জীব এবং অন্যের জীবনের কারণ) ও 'কাইউম' (নিজে চিরস্থায়ী এবং অন্যের স্থিতির কারণ) খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ, বরং উদাসীন এবং তাঁহা হইতে বিমুখ আছে বলিয়া তাহারা প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারে না। যে ব্যক্তি এই রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সে মোবারক (ধন্য) এবং যে ব্যক্তি এই রহস্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সে নিধন প্রাপ্ত।

সুতরাং পার্থিব দার্শনিকদের অনুসরণ করা এবং তাহাদিগকে সম্মানের চোখে দেখা তোমাদের উচিৎ নহে। কারণ পার্থিব দর্শন অজ্ঞতাপূর্ণ। খোদার কালামে (বাণীতে) যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যে সকল পার্থিব দর্শনের প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা খোদার কিতাবে প্রকৃত জ্ঞান এবং দর্শনের অনুসন্ধান করিয়াছে তাহারাই সফলকাম হইয়াছে। অজ্ঞতার পথ কেন অবলম্বন কর? তোমরা কি খোদাকে এমন কথা শেখাতে চাও, যাহা তিনি জানেন না? তোমরা কি পথের দিশা লাভ করিবার জন্য অন্ধের অনুসরণ করিবে? হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ! যে নিজেই অন্ধ সে তোমাদিগকে কেমন করিয়া পথ প্রদর্শন করিবে? প্রকৃত জ্ঞান রুহুল কুদ্দুসের সাহায্যে লাভ হয়, যাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। এই রুহের সাহায্যে তোমরা সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে, যাহা অন্যেরা লাভ করিতে পারে না। যদি নিষ্ঠার সহিত যাচনা কর, তবে তোমরা একদিন এই জ্ঞান লাভ করিবে। তখন তোমরা উপলব্ধি করিবে যে, এই জ্ঞানই হৃদয়কে সজীবতা দেয় ও জীবন দান করে এবং একীনের মিনারায় (দৃঢ় বিশ্বাসের চূড়ায়) পৌঁছাইয়া দেয়। যে নিজেই অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করে, সে কোথা হইতে তোমাকে পবিত্র খাদ্য প্রদান করিবে? প্রত্যেক পবিত্র জ্ঞান স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, সুতরাং মর্তের মানব হইতে কিছুই প্রত্যাশা করিও না। যাহাদের আত্মা স্বর্গের দিকে ধাবিত হয়, তাহারাই দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হয়। যে নিজেই সান্ত্বনা লাভ করে নাই সে কেমন করিয়া তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবে? কিন্তু এই সকল স্বর্গীয় আশিস লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম হৃদয় পবিত্র, নিষ্ঠা ও সরল হওয়া আবশ্যক। ইহার পর উল্লিখিত সকল কিছু তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

ওহির দরজা এখনও খোলা আছে

কখনও ইহা মনে করিও না যে, বর্তমান বা ভবিষ্যতে আর খোদার ওহী, (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হইবে না; যাহা অবতীর্ণ হইবার তাহা অতীতেই হইয়া গিয়াছে,* এবং ‘রুহুল কুদ্দুস’ পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছে, বর্তমানে আর অবতীর্ণ হইবেনা! আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, প্রত্যেক দ্বারই বন্ধ হইতে পারে কিন্তু রুহুল কুদ্দুস অবতীর্ণ হইবার দ্বার কখনই বন্ধ হ্ইতে পারে না। তোমরা তোমাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, যেন তিনি তথায় প্রবেশ করিতে পারেন জ্যোতি প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া তোমরা নিজেরাই নিজ নিজ আত্মাকে এই সূর্য হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছ! হে অজ্ঞ! উঠ এবং হৃদয়ের জানালা খুলিয়া দাও! তাহা হইলে জ্যোতি নিজেই তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে! খোদাতালা যখন পার্থিব ফয়েযের, (অনুগ্রহের) পথ এই যুগে তোমাদের জন্য বন্ধ করেন নাই বরং প্রশস্ত করিয়াছেন, তখন তোমরা কি কখনও ধারনা করিতে পার যে, তিনি তোমাদের জন্য যাহা এখন একান্ত আবশ্যক তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন? কখন ও নহে, বরং অধিকতর প্রশস্তভাবে এখন তাহা উন্মুক্ত করা হইয়াছে। সুরা ফাতেহায় প্রদত্ত আপন শিক্ষানুযায়ী খোদাতায়ালা যখন অতীতে সকল আশিসের দ্বার বর্তমানে তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন, তখন তোমরা কেন তাহা গ্রহণে অস্বীকার করিতেছ? সেই উৎসবের পিয়াসী হও, তাহা হইলে উহা আপনা আপনি তোমাদের নিকট আগমন করিবে। সেই দুগ্ধের জন্য তোমরা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন কর, যে দুগ্ধ স্বতঃই স্তন হইতে নির্গত হইয়া আসে। তোমরা দয়ার যোগ্যপাত্র হ্ও, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে। উদ্বিগ্ন হও, সান্ত্বনা পাইবে। পুন:পুন: ক্রন্দন কর, যেন স্বপ্নেই ঐশী-হস্তের স্পর্শ আসিয়া তোমাদিগকে সান্ত্বনা দেয়। খোদার পথ বড় দুর্গম, কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যকে বরণ করিয়া অতল গহ্বরে পতিত হয়, তাহার জন্য ইহা সুগম হইয়া যায়।

সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে আপন নফস বা প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবংতাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে সে কখনও স্বর্গে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না।

* কোরআন শরীফে ‘শরীয়ত’ (ধর্ম-বিধান) শেষ হইয়াছে, কিন্তু ‘ওহী’ (ঐশীবাণী) শেষ হয় নাই। কারণ ‘ওহী’ সত্য ধর্মের জীবন। যে ধর্মে ওহী জারী (অব্যাহত) নাই, সে ধর্ম মৃত, এবং খোদার সাহায্য হইতে বঞ্চিত।

সুতরাং তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কুরান শরীফের এক বিন্দুবিসর্গও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং সেজন্য যেন তোমরা ধৃত না হও, কেননা বিন্দু পরিমাণ অন্যায়ও দন্ডনীয়। সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। যাহা কিছু উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা পুনঃপুনঃ দেখিয়া লও, যেন কোন কিছু থাকিয়া না যায় এবং শেষে যেন ক্ষতির কারণ না হয়, বা সকল কিছু পচা বা অচল বলিয়া বাদশাহের দরবারে অগ্রাহ্য না হয়।

কুরআন মজিদের উচ্চ মর্যাদা

আমি শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি ‘হাদিসকে’ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। যদি কেহ এরূপ করে তবে সে মারাত্মক ভুল করিতেছে। আমি কখনও এরূপ করিতে বলি নাই, বরং আমার শিক্ষা এই যে, তোমাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহতা’লা তিনটি জিনিস দিয়াছেন। সর্বপ্রথম কোরআন শরীফ, যাহাতে খোদার তৌহিদ (একত্ব), গৌরব এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইহুদী ও নাসারাদের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে।

তদ্রূপ কোরআন শরীফে খোদা ভিন্ন অন্য বস্তর উপাসনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, সে কোন মানুষ বা পশুই হউক, চন্দ্র, সূর্য বা কোন নক্ষত্রই হউক, কোন উপায় বা উপকরণই হউক, কিম্বা তাহার নিজ ব্যক্তিত্বই হউক। সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদার শিক্ষা এবং কোরআনের ‘হেদায়েতের’ বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হইও না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কোরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।

সুতরাং তোমরা কোরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর এবং উহার সহিত এরূপ প্রণয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর, যেরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ অন্য কাহারও সঙ্গে কর নাই। কারণ খোদাতা’লা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِى الْقُرْاٰنِ

‘সর্ব প্রকার মঙ্গল কোরআন শরীফেই নিহিত আছে।’ এই কথাই সত্য। ধিক ঐ সকল ব্যক্তিকে যাহারা কোরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে স্থান দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কোরআন শরীফে আছে।

তোমাদের এরূপ কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নাই যাহা কোরআন শরীফে নাই। কেয়ামতের দিন তোমাদের ঈমানের সত্যাসত্যের মানদণ্ড একমাত্র কোরআন শরীফই হইবে। কোরআন শরীফ ভিন্ন আকাশের নিম্নে অন্য গ্রন্থ নাই, যাহা কোরআন শরীফের সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদিগকে 'হেদায়েত' প্রদর্শন করিতে পারে। খোদা তোমাদের প্রতি বহু অনুগ্রহ করিয়াছেন যে কোরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তবে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। এই যে নেয়ামত ও হেদায়েত তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি ইহুদীদিগকে তৌরাতের স্থলে দেওয়া হইত, তবে তাহাদের কোন কোন ফেরকা 'কেয়ামতের' অস্বীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা খোদা-প্রদত্ত এই 'নেয়ামতের' মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা এক অতি প্রিয় 'নেয়ামত' ইহা এক মহা সম্পদ। যদি কোরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত, তাহা হইলে সমস্ত দুনিয়া অপবিত্র মাংসপিণ্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কোরআন শরীফের সম্মুখে অন্য সমস্ত বিধান তুচ্ছ।

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন বিঘ্ন না থাকে, তবে কোরআন শরীফ মানুষকে এক সপ্তাহের মধ্যে পবিত্র করিতে পারে। যদি তোমরা স্বয়ং কোরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও, তবে উহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। কোরআন শরীফ ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্র পাঠককে সর্ব প্রথমেই এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছে এবং এই আশ্বাস দিয়াছে যে–

اهدنا الصراط المستقيم ۝ صراط الذين انعمت عليهم

"আমাদিগকে সেই পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর, যাহা পূর্ববর্তীগণকে প্রদর্শন করা হইয়াছে, যাঁহারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ ছিলেন।"

সুতরাং নিজের সাহস বৃদ্ধি কর এবং কোরআন শরীফের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করিও না, উহা তোমাদিগকে ঐ সকল আশিস প্রদান করিতে চায়, যাহা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে প্রদান করা হইয়াছিল।"

খোদাতা'লা বরং তোমাদের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রাখেন। তিনি তোমাদিগকে তাহাদের তৌফিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন কিন্তু 'কেয়ামত' পর্যন্ত তোমাদের উত্তরাধিকারী কেহই হইবে না। খোদাতা'লা তোমাদিগকে ওহী, এলহাম, মোকালামা ও মোখাতাবা (খোদার সহিত বাক্যালাপ) হইতে কখনও বঞ্চিত

রাখিবেন না। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতকে যে সকল 'নেয়ামত' প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিবেন, কিন্তু যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া খোদাতা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়া বলিবে যে, তিনি তাহার প্রতি ওহী নাযেল করিয়াছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে কোন ওহী তাহার প্রতি অবতীর্ণ হয় নাই, অথবা যে ব্যক্তি বলিবে যে, খোদাতা'লার সহিত তাহার 'মোকালামা-মোখাতাবা' হইয়াছে অথচ বাস্তবিক পক্ষে তাহা হয় নাই, আমি তদ্রূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে খোদাতা'লা এবং তাঁহার ফেরেস্তাগণকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কারণ সে আপন স্রষ্টার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে।

সুন্নত

হেদায়েত লাভের দ্বিতীয় উপায় যাহা মুসলমানদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা 'সুন্নত' অর্থাৎ আঁ হজরত (সাঃ) এর ব্যবহারিক জীবন পদ্ধতি, যাহা তিনি কোরআন শরীফের আদেশাবলীর ব্যাখ্যা স্বরূপ কার্যতঃ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যথা কোরআন শরীফ হইতে প্রকাশ্যতঃ দৈনিক পাঁচবার নামাজের রাকাত সমূহ - অর্থাৎ প্রাতঃকালে কত রাকাত এবং অন্যান্য সময়ে কত রাকাত, তাহা জানা যায় না, কিন্তু সুন্নত সকল বিষয় ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে। 'সুন্নত' ও 'হাদীস' একই বস্তু বলিয়া যেন কেহ ভুল না করে, কারণ হাদীস একশত বা দেড়শত বৎসর পর সংগৃহীত হয়েছিল, কিন্তু সুন্নত কোরআন শরীফের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যমান ছিল। কোরআন শরীফের পর সুন্নতই মুসলমানদের প্রতি রসুল করীম (সাঃ) - এর শ্রেষ্ঠ দান। খোদাতা'লা ও রসুল (সাঃ) এর দায়িত্ব মাত্র দুইটি বিষয়ে ছিল এবং তাহা এই যে খোদাতা'লা কোরআন অবতীর্ণ করিয়া নিজ বাক্য দ্বারা সৃষ্ট জীবকে আপন ইচ্ছা জ্ঞাপিত করিয়াছেন। ইহা ছিল ঐশী বিধানের কর্তব্য। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কর্তব্য ছিল খোদাতা'লার বাণী কার্যে পরিণত করিয়া লোকদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া। সুতরাং রসুল করীম (সাঃ) খোদার সেই কথিত বাণীকে কর্মের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং নিজ সুন্নত অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবন দ্বারা বিধি বিধান সম্পর্কিত কঠিন সমস্যাদির মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। ইহা বলা অসঙ্গত হইবে যে, এই বিষয়ের মীমাংসার দায়িত্ব হাদীসের। কারণ, হাদীসের অস্তিত্বের পূর্বে জগতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হাদীস সংগৃহীত হইবার পূর্বে কি লোক নামাজ পড়িত না, যাকাত প্রদান করিত না, হজ্জ সম্পাদন করিত না, কিম্বা 'হালাল-হারাম' (বৈধ-অবৈধ) বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না ?

হাদীসের মর্যাদা– কোরআন ও সুন্নতের অনুগামীর

অবশ্য, হেদায়েত লাভের তৃতীয় উপায় হাদীস। কারণ হাদীস ইসলামের ঐতিহাসিক, নৈতিক এবং ফিকাহ বা বিধি বিধান সম্বন্ধীয় বহু বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। অধিকন্তু হাদীসের এক বড় উপকারীতা এই যে, উহা কোরআন ও সুন্নতের সেবা করে। যাহারা কোরআনের মর্যাদা বোঝে না তাহারা এই বিষয়ে হাদীসকে কোরআন শরীফের কাজী বা বিচারক বলে, যেমন ইহুদীগণ তাহাদের হাদীস সম্বন্ধে বলিয়া থাকে। কিন্তু আমরা হাদীসকে কোরআন ও সুন্নতের সেবক রূপে জ্ঞান করি এবং ইহা কাহারও অবিদিত নহে যে, সেবকের দ্বারাই প্রভুর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কোরআন খোদাতা'লার বাণী এবং সুন্নত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কার্যপদ্ধতি এবং হাদীস সুন্নতের সমর্থনকারী সাক্ষ্যস্বরূপ। نعوذ بالله আল্লাহ বাঁচান - হাদীসকে কোরআনের উপর বিচারক মনে করা মহা ভ্রম। কোরআনের উপর যদি কেহ বিচারক হইয়া থাকে তবে তাহা স্বয়ং কোরআনই। হাদীস আনুমানিক প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে বটে কিন্তু কোরআনের বিচারকর্তা হইতে পারে না। ইহা কেবল সমর্থনকারী প্রমাণস্বরূপ। কোরআন ও সুন্নত যাবতীয় মূল বিষয় কার্যতঃ প্রদর্শন করিয়াছে এবং হাদীস কেবল সমর্থনকারী সাক্ষ্য-স্বরূপ। কোরআনের উপর হাদীস কেমন করিয়া বিচারক হইতে পারে ? কোরআন এবং সুন্নত সেই যুগে লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছিল যখন এই কৃত্রিম কাজীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। একথা বলিও না যে, হাদীস কোরআনের উপর বিচারক, বরং একথা বল যে, হাদীস কোরআন ও সুন্নতের জন্য সমর্থনকারী সাক্ষ্যস্বরূপ। সুন্নত এরূপ এক বস্তু যাহা কোরআনের উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করে। সুন্নত দ্বারা সেই পথ বোঝায় যে পথে আঁ হযরত (সাঃ) তাঁহার সাহাবা (রাঃ) দিগকে কার্যতঃ পরিচালিত করিয়াছিলেন। সুন্নত ঐ সমস্ত কথা নহে যাহা হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর প্রায় একশত বৎসর পরে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল বরং ঐ গুলির নাম হাদীস। সুন্নত সেই আদর্শ কার্য পদ্ধতির নাম, যাহা পুণ্যবান মুসলমানদের কর্ম জীবনে প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং যাহার উপর সহস্র সহস্র মুসলমানকে চালিত করা হইয়াছে। অবশ্য হাদীসের অধিকাংশ বিষয় সমূহ যদিও আনুমানিক প্রমাণের স্তরে অবস্থিত, তথাপি কোরআন ও সুন্নতের বিরোধী না হইলে উহা দলীল রূপে গৃহীত হইতে পারে। ইহা কোরআন ও সুন্নতের সমর্থনকারী এবং ইহাতে ইসলামের অনেক বিধি বিধানের ভান্ডার নিহিত আছে।

সুতরাং হাদীসের মর্যাদা না করা হইলে ইসলামের এক অঙ্গ হানি করা হয়। অবশ্য, যদি কোন হাদীস কোরআন কর্তৃক সমর্থিত অন্য কোন হাদীসের বিপরীত হয় অথবা দৃষ্টান্ত স্বরূপ এরূপ কোন হাদীস দেখা যায়, যাহা সহি বুখারী

বিরোধী, তবে এইরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য হইবে না। কারণ, এরূপ হাদীস গ্রহণ করিলে কোরআন এবং কোরআন সমর্থিত হাদীসকে 'রদ' বা অগ্রাহ্য করিতে হয়, এবং আমার বিশ্বাস, কোন পরহেযগার বা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এরূপ কোন হাদীসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহসী হইবে না, যাহা কোরআন ও সুন্নত এবং কোরআন শরীফ সম্মত হাদীসের বিরোধী। যাহা হউক, হাদীসের সম্মান কর এবং তদ্দারা উপকৃত হও, কারণ তাহা আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতি আরোপিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা কোরআন ও সুন্নত কর্তৃক মিথ্যা প্রতিপন্ন না হয়, ততক্ষণ তোমরাও তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিও না। পক্ষান্তরে নবী করীম (সাঃ) এর হাদীস তোমাদের এরূপভাবে পালন করা উচিত, যেন তোমাদের কোন গতি বা স্থিতি এবং কোন কর্মসাধন বা কর্মবিরতি হাদীসের সমর্থন ব্যতিরেকে না হয়।

ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদীস সমূহ পরীক্ষা করিবার প্রণালী

(১) যদি কোন হাদীস কোরআন শরীফে বর্ণিত বিষয়ের স্পষ্ট বিরোধী হয়, তবে উহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার জন্য চিন্তা কর। হয়ত, ঐরূপ অসামঞ্জস্য তোমাদেরই ভ্রম বশতঃ হইতেছে। যদি কোনরূপেই সেই অসামঞ্জস্য দূরীভূত না হয়, তবে এরূপ হাদীস বর্জন কর। কারণ, তাহা রসুল করীম (সাঃ) এর পক্ষ হইতে নহে।

(২) পক্ষান্তরে, যদি কোন হাদীস 'যয়ীফ' হয় অথচ কোরআনের সহিত উহার সামঞ্জস্য থাকে তবে এরূপ হাদীস গ্রহণ কর। কারণ, কোরআন উহার সত্যতা প্রমাণ করে।

(৩) আবার যদি কোন হাদীস কোন ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হয়, কিন্তু হাদীস সঙ্কলনকারীদের অভিমতে তাহা দুর্বল প্রতিপন্ন হয়, অথচ তোমাদের যুগে, কিংবা তৎপূর্বে সেই হাদীস সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে সেই হাদীস সত্য বলিয়া গ্রহণ কর এবং যে সকল মোহাদ্দেস (হাদীস সঙ্কলনকারী) ও 'রাবী' (বর্ণনাকারী) এরূপ হাদীসকে যয়ীফ (দুর্বল) বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে ভ্রান্ত ও মিথ্যাবাদী জ্ঞান কর। এরূপ শত শত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদীস আছে যাহার অধিকাংশ মুহাদ্দীসগণের নিকট 'মজরুহ' অথবা 'যয়ীফ' বলিয়া পরিগণিত। অতএব যদি এরূপ কোন হাদীস পূর্ণ হয় এবং তোমরা ইহাকে এই বলিয়া বর্জন কর যে, যেহেতু এই হাদীস যয়ীফ, অথবা ইহার কোন বর্ণনাকারী ধার্মিক নহে, তজ্জন্য আমরা ইহাকে গ্রহণ করিব না, তবে এমতাবস্থায় এরূপ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা তোমাদের পক্ষে বে-ঈমানী হইবে, কারণ খোদাতা'লা স্বয়ং ইহার সত্যতা প্রকাশ করিয়া দিয়েছেন। মনে

কর, যদি এইরূপ সহস্র হাদীস থাকে এবং মোহাদ্দেসগণ সেগুলিকে যয়ীফ বলিয়া থাকেন, অথচ এই সকল হাদীস সম্বলিত সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় তবে কি তোমরা এরূপ হাদীসগুলিকে যয়ীফ জ্ঞান করিয়া ইসলামের সহস্র প্রমাণ বিনষ্ট করিয়া দিবে? এরূপ করিলে তোমার ইসলামের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আল্লাহতায়ালা বলেন :-

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا۠ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

তিনি কাহারও উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না, কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাহাকে তিনি মনোনীত করেন"। (৭২ : ২৭-২৮)

সুতরাং সত্য ভবিষদ্বাণী সত্য রসুল ভিন্ন আর কাহার প্রতি আরোপিত হইতে পারে? এরূপস্থলে ইহা বলা কি ঈমানদারীর কথা নহে যে, কোন কোন মোহাদ্দেস 'সহী', হাদীসকে 'যয়ীফ', বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন ? পক্ষান্তরে, ইহা বলা কি উপযোগী হইবে যে, মিথ্যা হাদীসকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া খোদাতা'লা ভ্রম করিয়াছেন ?

(৪) যদি কোন হাদীস যয়ীফ শ্রেণীভুক্তও হয়, অথচ কুরআন শরীফ ও সুন্নতের বিরোধী না হয়, কিম্বা ঐরূপ হাদীসেরও বিরোধী না হয় যাহা কোরআন কর্তৃক সমর্থিত, তবে এরূপ হাদীসের উপর আমল কর।

কিন্তু বড়ই সাবধানতার সহিত হাদীসের উপর আমল করা উচিত; কারণ অনেক মওযু হাদীসও আছে, যেগুলির কারণে ইসলামে ফেৎনা সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক ফেরকাই নিজ নিজ আকিদা অনুযায়ী হাদীস মানিয়া চলে।

এমন কি হাদীসের ঐরূপ বৈষম্য নামাযের ন্যায় সুনিশ্চিত ও চিরাচরিত ফরযগুলিকে বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করিয়াছে। কেহ 'আমীন' সশব্দে বলে, কেহ নিঃশব্দে, ইমামের পশ্চাতে কেহ সুরা 'ফাতেহা' পাঠ করে, কেহ এরূপ পাঠ করাকে নামাযের আচার বিরোধী মনে করে, কেহ বুকের উপর হস্ত ধারণ করে, কেহ নাভীর নীচে ধারণ করে, এই বৈষম্যের মূল কারণ হাদীসের মধ্যেই রহিয়াছে।

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"প্রত্যেকটি দলই তাহাদের নিকট যাহা কিছু আছে তাহা লইয়াই আনন্দিত" (সূরা রূম : ৩৩)।

নতুবা, সুন্নত একই পন্থা নির্দেশ করিয়াছিল। অতঃপর বিভিন্ন বর্ণনার সংমিশ্রণে এই পন্থাটি ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

পাপ হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় পূর্ণ বিশ্বাস

হে খোদান্বেষী বান্দাগণ! কর্ণ উন্মুক্ত করিয়া শ্রবণ কর, একীনের (দৃঢ় বিশ্বাসের) সদৃশ কোন বস্তু নাই। একমাত্র 'একীন'ই পুন্য কর্ম সাধন করিবার শক্তি প্রদান করে। একমাত্র একীনই মানুষকে খোদাতা'লার 'আশেকে সাদেক' বা খাঁটি প্রেমিক করে। 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা পাপ বর্জন করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করিতে পার ? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন সত্যিকারের সুখ লাভ করিতে পার? আকাশের নিম্নে এমন কোন 'কাফ্‌ফারা'(**Atonement** বা প্রায়শ্চিত্ত) এবং এমন কোন 'ফিদিয়া' (প্রতিদান) কি আছে, যাহা তোমাদিগকে পাপ বর্জন করাইতে পারে ? মরিয়ম পুত্র ঈসার কল্পিত রক্ত কি তোমাদিগকে পাপ কর্ম হইতে পরিত্রাণ দেবে ?

হে খৃষ্টানগণ, এরূপ মিথ্যা কথা বলিও না, যাহাতে পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। স্বয়ং ঈসা ও তাহার পরিত্রাণের জন্য 'একীনের' মুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি 'একীন' করিয়াছিলেন, তাই 'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। পরিতাপ সকল খৃষ্টানদের জন্য, যাহারা এই বলিয়া জগতকে প্রতারিত করে যে, তাহারা মসীর রক্তের দ্বারা 'নাজাত' লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা আপাদমস্তক পাপে মগ্ন। তাহারা জানে না, তাহাদের খোদা কে, বরং তাহাদের জীবন অবহেলাময়, মদের নেশায় তাহাদের মস্তিষ্ক অভিভূত, কিন্তু সেই পবিত্র নেশা, যাহা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তৎসম্বন্ধে তাহারা অনভিজ্ঞ। যে জীবন খোদাতা'লার সহিত সম্পর্ক রাখে এবং যাহা মানবের পবিত্র জীবনের ফল, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত। অতএব স্মরণ রাখিও যে, 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা অন্ধকারপূর্ণ জীবন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না এবং 'রুহুল কুদ্দুস' বা পবিত্রাত্মাও তোমরা লাভ করিতে পারিবে না। 'মোবারক' (ভাগ্যবান) সে ব্যক্তি যে 'একীন' লাভ করিয়াছে, কারণ সেই খোদাতা'লার দর্শন লাভ করিবে। 'মোবারক' সেই ব্যক্তি, যে সকল সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, কারণ সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। 'মোবরক' তোমরা যখন তোমাদিগকে 'একীনের' সম্পদ দেওয়া হয়, কারণ ইহার ফলে তোমাদের গোনাহ বা পাপের অবসান হইবে। 'গোনাহ' ও 'একীন' এই দুইটি একত্রিত হইতে পারে না। তোমরা কি সেই গর্তে হস্ত প্রবিষ্ট করিতে পার, যাহার ভিতরে এক বিষাক্ত সর্প দেখিতেছ ? তোমরা কি এরূপ স্থলে দন্ডায়মান থাকিতে পার, যেখানে কোন আগ্নেয়গিরি হইতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়, কিম্বা বজ্রপাত হয়, কিম্বা যেখানে এক

রক্ত পিপাসু ব্যাঘ্রের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, কিম্বা যেখানে এক ধ্বংসকারী প্লেগ মানুষের বংশ নিপাত করিতেছে? সুতরাং খোদাতালার প্রতি যদি তোমাদের ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস থাকে, যেরূপ বিশ্বাস সর্প, বা ব্যাঘ্র বা প্লেগের প্রতি আছে, তবে ইহা সম্ভব নহে যে, তোমরা খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শাস্তির পথ অবলম্বন করিতে পার, কিম্বা তাঁহার সহিত তোমরা সরলতা ও বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পার।

হে পুণ্যকর্ম ও সাধুতার প্রতি আহুত জনমণ্ডলী! নিশ্চয় জানিও, খোদাতা'লার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিতে পারে এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হইতে পবিত্র করা হইবে, যখন তোমাদের হৃদয় 'একীনে' পূর্ণ হইবে। সম্ভবত তোমরা বলিবে যে, তোমাদের 'একীন' লাভ হইয়াছে, কিন্তু স্মরণ রাখিও ইহা তোমাদের আত্ম-প্রতারণা মাত্র। নিশ্চয়ই তোমরা 'একীন' লাভ কর নাই, কারণ উহার উপাদান এখনো লাভ হয় নাই। এই কারণেই তোমরা পাপ বর্জন করিতে পারিতেছ না। তোমাদের সৎকর্মে যেরূপ অগ্রসর হওয়া উচিত, তদ্রূপ তোমরা ভয় করিতেছ না। নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, যাহার এই 'একীন' আছে যে, কোন গর্তে সাপ আছে, সে কি কখনো সেই গর্তে হাত প্রবিষ্ট করিতে পারে ? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে কোন বনে এক হাজার হিংস্র রক্তপায়ী ব্যাঘ্র আছে, তাহার পা কেমন করিয়া অসাবধানতা ও উদাসীনতার সহিত সেই বনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে ?

যদি খোদাতা'লা এবং তাঁহার 'জাযা' ও 'সাযার' (পুরস্কার ও দণ্ডদানের) প্রতি তোমাদের 'একীন' থাকিত, তবে কি প্রকারে তোমাদের হস্ত, পদ, কর্ণ ও চক্ষু পাপ কর্ম করিতে সাহস করিত ? পাপ 'একীনের' উপর জয়ী হইতে পারে না। যখন তোমরা ভস্মকারী ও গ্রাসকারী অগ্নি দেখিতে পাও, তখন তোমরা কি প্রকারে সেই অগ্নিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করিতে পার ? একীনের প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত। শয়তান উহার উপর আরোহণ করিতে পারে না।

যিনি পবিত্র হইয়াছেন, তিনি 'একীনের' সাহায্যেই পবিত্র হইয়াছেন। 'একীন' দুঃখ বরণ করিবার ক্ষমতা দান করে। এমন কি, এক বাদশাহ্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করাইয়া ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করায়। 'একীন' সর্বপ্রকার দুঃখ সহজ করিয়া দেয়। 'একীন' খোদাতা'লার দর্শন লাভ করাইয়া দেয়। প্রত্যেক প্রকার 'ফিদিয়া' নিস্ফল। প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা 'একীন' দ্বারাই লাভ হয়। একমাত্র 'একীনই' পাপ হইতে অব্যাহতি দিয়া খোদাতা'লার নিকট পৌঁছায় এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তায় ফেরেস্তাপেক্ষাও অধিক অগ্রসর করিয়া দেয়।

যে ধর্মে 'একীন' লাভের উপায় নাই, তাহা মিথ্যা। যে ধর্ম একীনের সাহায্যে খোদাতা'লার দর্শন লাভ করাইয়া দিতে পারে না, সে ধর্ম মিথ্যা। যে

ধর্মে পৌরাণিক কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছু নাই, তাহা মিথ্যা।

কাহিনীতে সন্তুষ্ট হইও না

খোদাতা'লা পূর্বে যেরূপ ছিলেন, এখনো তদ্রূপই আছেন। তাঁহার 'কুদরত' বা শক্তিনিচয় পূর্বে যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে, পূর্বে যেরূপ তাঁহার নিদর্শন প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা ছিল, এখনো তদ্রূপই আছে। অতএব তোমরা শুধু কিস্‌সা-কাহিনীতেই কেন সন্তুষ্ট থাক ? সেই ধর্ম ধ্বংস-প্রাপ্ত, যাহার মোজেযা বা অলৌকিক ক্রিয়া-সমূহ এবং ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ কেবল কিস্‌সা। সেই জামাত ধ্বংস-প্রাপ্ত, যাহার উপর খোদাতা'লা অবতীর্ণ হন নাই, এবং যাহা 'একীনের' সাহায্যে খোদাতা'লার হস্ত দ্বারা পবিত্র হয় নাই।

মানব যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগের সামগ্রী দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মানব যখন 'একীনের' সাহায্যে আধ্যাত্মিক স্বাদ লাভ করে, তখন সে খোদাতা'লার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার সৌন্দর্য তাহাকে এরূপ মুগ্ধ করিয়া দেয় যে, অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তাহার নিকট একেবারে তুচ্ছ ও পরিত্যাজ্য বোধ হয়। মানুষ তখনই পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়, যখন সে খোদাতা'লা এবং তাঁহার 'জব্‌রুত'- (মহাশক্তি) ও 'জাযা-সাযা' সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে। অজ্ঞতাই সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ। যে ব্যক্তি খোদাতা'লার "একীনী মা'রেফত" (নিশ্চিত জ্ঞান) হইতে কিছুমাত্র অংশ লাভ করে সে কখনো উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না।

যদি কোন গৃহস্বামী বুঝিতে পারে যে, এক প্রবল বন্যা তাহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে কিম্বা তাহার গৃহের চতুর্দিকে আগুন লাগিয়াছে এবং অল্প মাত্র স্থান বাকী আছে, তবে সেই গৃহে তিষ্ঠিতে পারে না। ইত্যাবস্থায় খোদাতা'লার বিধি-বিধানে 'একীন' বা স্থির নিশ্চিত জ্ঞানের দাবী করার পর তোমরা কেমন করিয়া তোমাদের নিজেদের ভীষণ অবস্থায় রহিয়াছ ? সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া খোদাতা'লার সেই নিয়ম অবলোকন কর,যাহা সমস্ত দুনিয়ায় পরিলক্ষিত হয়। অধঃগামী মুষিক সাজিও না, বরং উর্ধগামী কপোত হইতে চেষ্টা কর, যাহা নভমণ্ডলে বিচরণ করা পছন্দ করে। তোমরা তওবা করিয়া বয়আত গ্রহণ করিবার পর পুনরায় পাপে লিপ্ত থাকিও না এবং সর্প সদৃশ হইও না, যাহা খোলস পরিবর্তন করার পরও সর্পই থাকিয়া যায়। মৃত্যুকে স্মরণ রাখিও, কারণ ইহা তোমাদের নিকট বিচরণ করিতেছে এবং মানুষ পবিত্র অস্তিত্বকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে নিজে পবিত্র হয়।

পবিত্র হইবার উপায় সেই নামায, যাহা দীনতার সহিত পালন করা হয়

কিন্তু এই 'নেয়ামত' (কল্যাণ) তোমরা কেমন করিয়া লাভ করিতে পার ? স্বয়ং খোদাতা'লাই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কোরআন শরীফে বলিয়াছেনঃ-

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

অর্থাৎ- 'নামায ও অধ্যাবসায় সহকারে খোদাতা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর।' (২ : ৪৬)

নামায কি ? ইহা এক দোয়া, যাহা 'তসবিহ' (মহিমাকীর্তন) 'তহমীদ' (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), 'তক্দীস' (পবিত্রতা কীর্তন) এবং 'এস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া ক্ষমা ও শক্তি প্রার্থনা) ও 'দরূদ' সহ (অর্থাৎ - আঁ হযরত সাঃ আঃ ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি আশিস কামনা করতঃ) সবিনয়ে প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন অজ্ঞ লোকদের ন্যায় দোয়ায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারে সীমাবদ্ধ থাকিও না। কারণ তাহাদের নামায এবং তাহাদের 'এস্তেগফার' সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র। তাহাতে কোন সার নাই। কিন্তু তোমরা নামায পড়িবার কালে খোদাতা'লার কালাম কোরআন ব্যতীত এবং অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ব্যতীত যাহা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কালাম, নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়ায় নিজ ভাষাতেই কাতর নিবেদন জানাও, যেন তোমাদের হৃদয়ে সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব পতিত হয়।

নামাযে ভাবী বিপদের প্রতিকার রহিয়াছে। তোমরা অবগত নহ যে, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কি قَضَاءٌ وَقَدَرٌ (নিয়তি) আনয়ন করিবে। দিবসের প্রারম্ভের পূর্বেই তোমরা তোমাদের مَوْلىٰ বা প্রকৃত অভিভাবকের সমীপে সবিনয়ে নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশিসপূর্ণ দিবস আগমন করে।

হে আমীর, বাদশাহ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ

হে আমীর বাদশাহ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ ! আপনাদের মধ্যে এরূপ অল্প লোকই আছেন, যাহারা খোদাতা'লাকে ভয় করেন এবং তাঁহার পথ সমূহে সত্যতা ও সাধুতা অবলম্বন করিয়া চলেন। অনেকেই দুনিয়ার সম্পদ এবং ঐশ্বর্যে মত্ত হইয়া আছে এবং তাহাতে জীবন নিঃশেষ করিতেছে এবং মৃত্যুকে স্মরণ করিতেছে না। প্রত্যেক আমীর বা ধনাঢ্য ব্যক্তি যে নামায পড়ে না এবং

খোদাতা'লার 'পরওয়া' করে না, তাহার সমস্ত (বেনামাযী) ভৃত্য এবং কর্মচারীদের পাপও তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইবে। যে আমীর সুরা পান করে, তাহার স্কন্ধে ঐ সকল লোকের পাপ ন্যস্ত হইবে, যাহারা তাহার অধীনে থাকিয়া সুরা পান করিয়া থাকে। হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ! এই দুনিয়া চিরকাল থাকিবার জায়গা নহে তোমরা সাবধান হও, সকল অন্যায়াচরণ পরিহার কর এবং সকল মাদক দ্রব্য বর্জন কর। মানুষকে ধ্বংস করিবার জন্য কেবল সুরা পানই নহে, বরং অহিফেন, গাঁজা, চরস, ভাঙ্গ, তাড়ি ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের মাদক দ্রব্য যাহা সর্বদা ব্যবহারের অভ্যাস করিয়া লওয়া হয়, মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এবং পরিণামে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। অতএব তোমরা এসব হইতে দূরে থাক। আমি বুঝিতে পারি না তোমরা কেন এসব দ্রব্য ব্যবহার কর। ইহাদের কুফলে প্রত্যেক বৎসর তোমাদের মত সহস্র সহস্র নেশায় অভ্যস্ত লোক এই জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে। পরকালের আযাব তো পৃথক রহিয়াছে। সংযমী হও, যেন তোমাদের আয়ূ বৃদ্ধি হয় এবং তোমরা খোদাতা'লার আশিসপ্রাপ্ত হও। অতিরিক্ত ভোগবিলাসে রত জীবন অভিশপ্ত। অতিরিক্ত দুর্নীতিপরায়ণ ও নির্দয় জীবন অভিশপ্ত। খোদাতা'লার প্রতি কর্তব্য পালন বা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হইতে অতিরিক্ত উদাসীন জীবন অভিশপ্ত। খোদাতা'লার হক এবং তাঁহার বান্দাগণের হক সম্বন্ধে প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ঠিক তদ্রূপই প্রশ্ন করা হইবে, যদ্রূপ একজন ফকিরকে করা হইবে, বরং তদপেক্ষাও অধিক। অতএব সেই ব্যক্তি কত হতভাগ্য যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ভরসা করিয়া খোদাতা'লা হইত বিমুখ হয় এবং খোদাতা'লার নিষিদ্ধ বস্তু এরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে, যেন সেই নিষিদ্ধ বস্তু তাহার পক্ষে হালাল বা বৈধ। যে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পাগলের মত কাহাকেও গালি দিতে, কাহাকেও আহত করিতে, কাহাকেও নিহত করিতে উদ্যত হয় এবং কাম-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নির্লজ্জ ব্যবহারের একশেষ করে, সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনো প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারিবে না।

হে প্রিয় বন্ধুগণ ! অল্পদিনের জন্য এই দুনিয়াতে আসিয়াছ এবং তাহারও অনেকখানি অংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমরা নিজ প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিও না। যদি তোমাদের অপেক্ষা অধিককতর শক্তিশালী কোন মানবীয় গভর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হয়, তবে তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। অতএব ভাবিয়া দেখ, খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি হইতে তোমরা কেমন করিয়া বাঁচিতে পার ? যদি তোমরা খোদাতা'লার দৃষ্টিতে, 'মুত্তাকী' বা ধর্মপরায়ণ বলিয়া পরিগণিত হও, তবে কেহই তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। খোদাতা'লা স্বয়ং তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এবং যে শত্রু তোমাদের প্রাণ

নাশের চেষ্টায় আছে, তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিবে না। নচেৎ তোমাদের প্রাণের রক্ষক কেহই নাই, এবং তোমরা শত্রুর ভয়ে বা অন্যান্য বিপদে পতিত হইয়া অশান্তির জীবন যাপন করিবে এবং তোমাদের জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত দুঃখে ও ক্ষোভে অতিবাহিত হইবে। যাঁহারা খোদাতা'লার হইয়া যান, খোদাতা'লা তাহাদের আশ্রয়-দাতা হইয়া থাকেন। অতএব খোদাতা'লার দিকে এস এবং তাঁহার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করিও না এবং তাঁহার বান্দাগণের প্রতি মুখ বা হস্ত দ্বারা জুলুম করিও না, এবং স্বর্গীয় কোপ ও রোষকে ভয় করিতে থাক, ইহাই নাজাত বা মুক্তিলাভের পথ।

হে মুসলিম আলেমগণ !

হে মুসলিম আলেমগণ! আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইবেন না, কারণ এরূপ অনেক নিগুঢ় রহস্য আছে, যাহা মানব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করিতে পারে না। কথা শুনিয়া মাত্রই তাহা রদ করিতে উদ্যত হইবেন না, কারণ ইহা তাক্ওয়া বা ধর্মনিষ্ঠার পদ্ধতি নহে। আপনাদের মধ্যে যদি কোন ভ্রান্তি না ঘটিত এবং আপনারা যদি কোন কোন হাদীসের বিপরীত অর্থ না করিতেন, তবে ন্যায়বিচারকরূপে যে মসীহ মওউদের আগমনের কথা আছে, তাঁহার আগমনই বৃথা হইত।

আপনাদের 'আকীদা' অনুসারে যে কার্যের উদ্দেশ্যে মসীহ ইবনে মরিয়ম আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন অর্থাৎ মাহদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া মানুষকে বল প্রয়োগে মুসলমান করিবার জন্য যুদ্ধ করিবেন, ইহা এরূপ এক 'আকীদা' যাহা ইসলামের দুর্নামের কারণ। কোরআন শরীফে কোথায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ সঙ্গত আছে ? পক্ষান্তরে আল্লাহতা'লা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

অর্থাৎ - "ধর্মে বল প্রয়োগ নাই।" (২ : ২৫৭) অতঃপর মসীহ ইবনে মরিয়ম (আঃ)-কে বল প্রয়োগের অধিকার করিয়া দেওয়া হইবে ?

সমস্ত কোরআন পুনঃ পুনঃ বলিতেছে যে, ধর্মে বল প্রয়োগ নাই এবং স্পষ্ট বলিতেছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) এর সময় যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা বল প্রয়োগে ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই বরং তাহা ছিল–

(১) শাস্তি স্বরূপ– অর্থাৎ সেই সকল লোককে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যাহারা এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানকে নিহত করিয়াছিল এবং অনেককে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি কঠোর উৎপীড়ণ করিয়াছিল, যেমন আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:–

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

অর্থাৎ– "যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান" (২২ : ৪০)।

(২) আত্মরক্ষামূলক – অর্থাৎ, যে সকল লোক ইসলামের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল অথবা স্বদেশে ইসলাম প্রচারে বল-প্রয়োগে বাধা প্রদান করিতেছিল তাহাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার্থে, অথবা–

(৩) দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে যুদ্ধ করা হইয়াছিল। এই তিনটি কারণ ব্যতীত আঁ-হযরত (সাঃ) এবং তাঁহার পবিত্র খলিফাগণ (রাঃ) কোন যুদ্ধ করেন নাই। বরং ইসলাম অন্যান্য জাতির অত্যাচার এত সহ্য করিয়াছে যে, অপর কোন জাতির ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় সেই ঈসা ও মাহদী সাহেব কেমন হইবেন, যিনি আসিয়াই লোকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিবেন?

দেশের গদ্দীনশীন এবং পীরজাদাগণ!

তদ্রূপ এ দেশের 'গদ্দীনশীন' (পীরের গদীতে উপবিষ্ট) ও পীরজাদাগণ ধর্মের সহিত এরূপ সম্পর্কহীন এবং দিবারাত্র 'বিদাতে' (নব প্রবর্তিত অনুষ্ঠানে) এমন লিপ্ত যে, তাহারা ইসলামের আপদ-বিপদের কোন খবরই রাখে না। তাহাদের মজলিসে গমন করিলে কোরআন ও হাদীস গ্রন্থের পরিবর্তে সেখানে নানারূপ তাম্বুর, সারঙ্গ, বাদ্যকর ও গায়ক ইত্যাদি নিত্যনূতন অবৈধতার সরঞ্জাম দৃষ্ট হইবে। এতদসত্ত্বেও তাহাদের মুসলমানদের নেতা হইবার দাবী এবং নবী করীম (সাঃ) এর অনুসরণের বৃথা গর্ব।

তাহাদের মধ্যে কেহ মহিলাদের বস্ত্র ধারণ করিয়া বেড়ায়, হাতে মেহেন্দী লাগিয়ে থাকে এবং চুড়ি পরে আর নিজের বৈঠকে কোরআন শরীফ সম্পর্কে কবিতা পাঠ করাকে পছন্দনীয় মনে করে থাকে। এ সব এখন পরানো আবর্জনা মনে হয় না যে সহজে দূর হইতে সক্ষম। এতদসত্ত্বেও খোদাতা'লা নিজ কুদরত (শক্তি প্রদর্শন) দেখাইবেন এবং ইসলামের সাহায্য কারী হইবেন।

প্রত্যেকেই বলিতে পারে, 'আমি খোদাতা'লাকে ভালোবাসি' কিন্তু সেই ব্যক্তিই খোদাতা'লাকে ভালোবাসে যাহার ভালোবাসা স্বর্গীয় সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেকেই বলে, আমার ধর্ম সত্য, কিন্তু সত্য ধর্ম সেই ব্যক্তিরই, যিনি এই দুনিয়াতে 'নূর' বা স্বর্গীয় জ্যোতি প্রাপ্ত হন। প্রত্যেকেই বলে, আমি

'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভ করিব ! কিন্তু সেই ব্যক্তির উক্তিই সত্য, যিনি এই দুনিয়াতেই নাজাতের জ্যোতিসমূহ দর্শন করেন। অতএব তোমরা চেষ্টা কর যেন খোদাতা'লার প্রিয় হইয়া যাও, যাহাতে তোমাদিগকে প্রত্যেক বিপদ হইতে রক্ষা করা হয়।

হে বন্ধুগণ! এখন ধর্মের সেবার যুগ

হে বন্ধুগণ! এখন ধর্ম এবং ধর্মীয় কার্যের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। এই সময়কে অতি মূল্যবান জ্ঞান কর। কারণ পুনরায় এ সময়কে আর পাইবে না।

অতএব, তোমরা এরূপ 'বরগুজিদা' বা মনোনীত নবী (সাঃ) এর অনুগামী হইয়া সাহস হারাইতেছ কেন ? তোমরা এরূপ আদর্শ প্রদর্শন কর, যেন আকাশ হইতে ফেরেস্তাগণ তোমাদের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্তত্বতা দর্শনে অবাক হইয়া যায় এবং তোমাদের প্রতি 'দরূদ' প্রেরণ করে।

এখন আমি সমাপ্ত করিতেছি এবং দোয়া করিতেছি যেন আমার এই শিক্ষা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় এবং ইহা তোমাদের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন আনয়ন করে যে, তোমরা পৃথিবীর তারকা স্বরূপ হও এবং তোমরা তোমাদের প্রভু হইতে যে জ্যোতি লাভ করিয়াছ তদ্দারা জগৎ জ্যোতির্ময় হয়। আমীন! সুম্মা আমীন! [কিশ্‌তিয়ে-নূহ হইতে উদ্ধৃত]

-ঃ সমাপ্ত ঃ-